ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১৬১৫

আগরতলা, ২৬ অক্টোবর, ২০২৪

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে রাজ্য সফররত ছত্রিশগড়ের সাংবাদিকগণের মতবিনিময়

মানুষের আর্থ সামাজিক বিকাশে রাজ্য সরকার এমএসএমই সেক্টর, পর্যটন, তথ্য প্রযুক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতার উপর বিশেষ জোর দিয়ে কাজ করছে। আজ বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি আবাসে রাজ্য সফররত ছত্রিশগড়ের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই মন্তব্য করেন। তিনি রাজ্য সরকারের উন্নয়নের অভিমুখ সমূহ তাদের সামনে তুলে ধরে বলেন, রাজ্যে পর্যটনের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। এর থেকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রোজগারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের অর্থনীতি কৃষি ছাড়াও রাবার, বাঁশ, প্রাকৃতিক গ্যাস উপর নির্ভরশীল। এগুলিকে কাজে লাগিয়ে শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। ত্রিপুরার আনারস, কাঁঠালের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এখানে কমলালেবু, কাজু বাদাম, আদার চাষ হচ্ছে। রাজ্য সরকার এর উপর বিশেষ নজর দিচ্ছে। ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদক রাজ্য। এছাড়াও এখানে বাঁশ থেকে ধূপকঠির শলাকা উৎপাদন হয় যা সারা দেশের চাহিদার ৬০% পূরণ করছে। এছাড়াও এখানে বাঁশবেত শিল্পকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য ব্যাম্বু পার্ক, কমন ফেসিলিটি সেন্টার, ডিজাইন এন্ড প্রোডাকশন ডেভেলপমেন্ট সেল গড়ে তোলা হয়েছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়ন রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। জনজাতিদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ জারি রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি জনজাতিদের শিক্ষার উন্নয়নে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্টাইপেন্ড প্রদান, কোচিং সেন্টার চালু, ম্যারিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান, আর্থিক সহায়তা, গুণগত শিক্ষার বিকাশ, একলব্য মডেল বিদ্যালয় স্থাপন সহ বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় জনজাতি এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি তুলে ধরেন।

২য় পাতায়

আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ তুলে ধরে বলেন, রাজ্যে ২টি মেডিকেল কলেজ, ১টি ডেন্টাল কলেজ, ১টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, বিএসসি নার্সিং কলেজ, প্যারামেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি চালু রয়েছে। এছাড়াও আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও জিবি হাসপাতালে ৯টি সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্য সরকার রাজ্যে মেডিকেল হাব বানানোর চেষ্টা করছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। রাজ্যের শিল্পনীতি এবং শিল্প স্থাপনে সহায়তার জন্য বিভিন্ন নীতি সমূহ সিঙ্গেল উইন্ডো পোর্টাল সিস্টেম এইসব বিষয় সমূহ মুখ্যমন্ত্রী সফররত সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। রাজ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রের বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনায় উঠে আসে। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনায় ই-অফিস, স্বাবলম্বন, বায়ো ভিলেজ, মহিলা স্বসহায়ক দল, মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়। আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী সহ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ছত্রিশগড় থেকে আগত ১৪ জন সাংবাদিক গত ২২ অক্টোবর আগরতলায় আসেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। তারা রাজ্যের জনগণের জীবনযাত্রার এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়ে বিভিন্ন এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং রাজ্য সরকারের রূপায়িত কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

****